বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

বহিঃখাতঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ

আগস্ট, ২০১৬

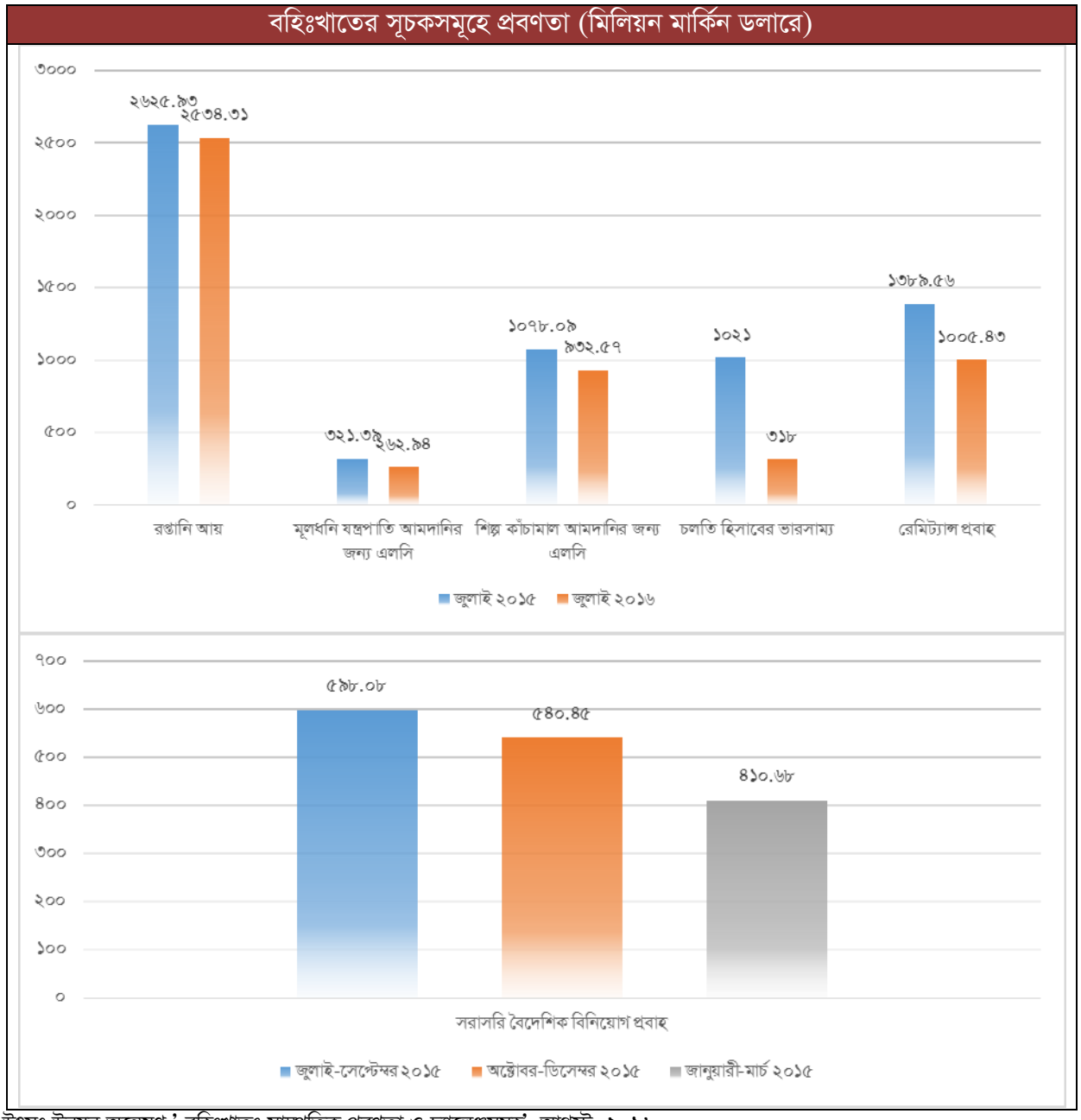

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ,' *বহিঃখাতঃ সাম্প্রতিক প্রবণতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ*', আগস্ট, ২০১৬

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ'এর মাসিক প্রকাশনা 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা' ২০১৬ এর অগাস্ট সংখ্যায় বহিঃখাতের দুটি প্রধান সূচক - রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স প্রবাহ - এ গত অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় বর্তমান অর্থবছরের জুলাই মাসে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থনীতিতে

বিদ্যমান ব্যবসায়িক আস্থার ঘাটতির পাশাপাশি এই ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি বহিঃখাতের সার্বিক ভারসাম্যের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে বলে সংখ্যাটিতে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে।

তদুপরি সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক বিনিয়োগে পরিলক্ষিত ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার পাশাপাশি উৎপাদনশিল্পে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির অভাব অর্থনীতিতে বহিঃখাতের সার্বিক কার্যক্ষমতার উপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মনে করে।

ক্রমবর্ধমান তৈরি পোশাক রপ্তানি নির্ভরতার (জানুয়ারী-মার্চ ২০১৫ এর ৮৩.৯ শতাংশ থেকে জানুয়ারী-মার্চ ২০১৬ এ ৮৪.৬ শতাংশ) পাশাপাশি উক্ত খাত থেকে সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানি আয়ের নিম্নমুখী প্রবৃদ্ধি, রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের ও রপ্তানি পণ্যে বিচিত্রতার অভাব বহিঃখাতের সার্বিক কর্মদক্ষতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমদানির জন্য প্রত্যয়পত্র (লেটার অফ ক্রেডিট) বা এলসি খোলার যৎসামান্য প্রবৃদ্ধি অর্থনীতিতে নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির অভাব ও উৎপাদন সক্ষমতার ঘাটতিকে নির্দেশ করে যা বর্তমান বেকারত্ব ও অপর্যাপ্ত বেসরকারি বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট কাঠামোগত অনড় অবস্থাকে তীব্রতর করতে পারে বলে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' মন্তব্য করে।

জুলাই ২০১৫ এর তুলনায় মোট রপ্তানি আয় জুলাই ২০১৬ এ ৩.৪৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম মাস অর্থাৎ জুলায় ২০১৬ এ রপ্তানি আয়ের পরিমান ২৫৩৪.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয় যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ২৬২৫.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। এদিকে মাসিক হিসাবের ভিত্তিতে রপ্তানি আয় জুন ২০১৬ এর ৩৫৯২.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে জুলাই ২০১৬ এ ২৯.৪৬ শতাংশ হ্রাস পায়।

পণ্য অনুযায়ী রপ্তানি আয়ের শ্রেণীবিভাগ বিশেণ্ডষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে বর্তমান অর্থবছরের শুর"তে দেশের দুটি প্রধান রপ্তানি পণ্য - ওভেন গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার - থেকে আয়ের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক। জুলাই ২০১৫ এর তুলনায় জুলাই ২০১৬ এ ওভেন গার্মেন্টস ও নীটওয়্যার থেকে রপ্তানি আয় যথাক্রমে ৪.৩৬ শতাংশ ও ৪.৪৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

আমদানির জন্য এলসি খোলার নগণ্য প্রবৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলসি খোলার প্রবৃদ্ধি ০.৬২ শতাংশ হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ৪৩০৬৮.৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলসির পরিমান ৪৩৩৩৫.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম মাস অর্থাৎ জুলাই ২০১৬ এ মূলধন যন্ত্রপাতি ও শিল্প কাঁচামাল আমদানির জন্য এলসির পরিমান জুলাই ২০১৫ সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ১৮.১৯ শতাংশ ও ১৩.৫০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

বর্তমান অর্থবছরের প্রারম্ভিকে রপ্তানি আয়ের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি সৃষ্ট চলতি হিসাবে হ্রাসপ্রাপ্ত উদ্বৃত্তের দিকে দৃষ্টি দিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই মাসের ১০২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই মাসে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত হ্রাস পেয়ে ৩১৮ মিলিয়ন মাকিন ডলার হয়। অধিকতর কর্মদক্ষতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে অর্থনীতিতে চলতি হিসাবের ভারসাম্য বজায় রাখার উপর 'উন্নয়ন অন্বেষণ' গুর"ত্ব আরোপ করে।

রেমিট্যান্স প্রবাহে হ্রাসমান প্রবণতার দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই মাসের তুলনায় বর্তমান অর্থবছর অর্থাৎ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জুলাই মাসে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২৭.৬৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১০০৫.৪৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়। অন্যদিকে মাসিক হিসাবের ভিত্তিতে জুন ২০১৬ এর তুলনায় রেমিট্যান্স প্রবাহ জুলাই ২০১৬ এ ৩১.৪১ শতাংশ হ্রাস পায়।

হ্রাসমান রেমিট্যান্স প্রবাহের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বিদেশে বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে বাংলাদেশি অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ যেমন বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগের উপর কুয়েতের প্রায় নয় বছর যাবত চলমান নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মাত্র চার মাস পর সাম্প্রতিক সময়ে আবার নিষেধাজ্ঞা আরপের ফলে দেশে রেমিট্যান্স প্রবাহের হার আরও হ্রাস পেতে পারে যা বহিঃখাতের ভারসাম্মের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি আশংকা প্রকাশ করে।

সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের অসন্তোষজনক প্রবাহের দিকে নির্দেশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রবাহ ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময় থেকে ক্রমহ্রাসমান। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ের নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ৫৯৮.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে অক্টোবর-ডিসেম্বর সময়ে ৯.৬৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৫৪০.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয় যা পুনরায় ২৪.০১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে একই অর্থবছরের জানুয়ারী-মার্চ সময়ে ৪১০.৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়।

কাঠামোগত ত্রুটিসমূহ চিহ্নিতকরণ ও তা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রচলিত বাণিজ্য ও শিল্পনীতির আশু পুনঃ নিরীক্ষণের তাগিদ দিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন কৌশল গ্রহণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে যা উৎপাদনযোগ্য সম্পদ ও উদ্যোক্তাদের সামর্থ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের উৎপাদন সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করবে।